Registred No 15

অমৃত বাজারপত্রিকা

৫ম ভাগ | কলিকাতাঃ—২১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন ১২৭৯ সাল ইং ৪জুলাই ১৮৭২খৃঃ অব্দ | ২১সংখ্যা

অমৃত বাজারপত্রিকা ॥

কলিকাতা

২১ আশাঢ় বৃস্পতিবার

ইলিয়েট সাহেব ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোসিয়েসনে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন এবং তাহাতে তিনি ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার বাসী বণিকদিগের প্রতি কয়েকটী দোষ দেন। প্রথম দোষ এই যে, তাঁহারা স্বার্থের উদ্দেশ্যে ইণ্ডীয়ান গবর্ণমেণ্টকে তুলার চাষে অধিক অর্থ নিয়োজিত করিতে অনুরোধ করেন॥ দ্বিতীয় দোষ যে তাহারা যে বন্দবস্তে ভারতবর্ষের রেল ওয় নির্ম্মাণার্থে ইংলণ্ডের অর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের অনিষ্ট হইয়াছে এবং তৃতীয় দোষ তাহারা ভারতবর্ষের খাল খনন বিষয়ে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগের সভার সভাপতি হগমেসন সাহেব এ সমুদয় অস্বীকার করিয়া রেলওয়ে সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "ম্যাঞ্চেষ্টার বরাবরি ভারতবর্ষে এত উচ্চ ব্যয়ে রেলওয়ে প্রস্তুতের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ম্যাঞ্চেষ্টার বরাবরি বলিয়াছেন যে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থে এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন সে দেশের বাণিজ্য উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে নহে, যুদ্ধের সৌকার্য্যের নিমিত্ত।" ইংরাজেরা চিরকাল তাহাদের রেলওয়ের নিমিত্ত আমাদিগকে কৃতজ্ঞত স্বীকার করিতে বলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি প্রধান একটি সমাজের সভাপতি বলিতেছেন যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশের প্রকৃত মঙ্গল নিমিত্ত এখানে রেলওয়েনির্ম্মাণ করেন নাই, রেলওয়ে নির্ম্মাণ করার উদ্দেশ্য ব্রীটীশ রাজ্য এদেশে দৃঢ় রূপে সংস্থাপন করা!

ইংলিশম্যান মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে একটি চমৎকার প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইহাতে আত্ম শাসন কিছু মাত্র শিক্ষা হয় না। মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট পাঠে প্রায় দেখা যায় যে দেশীয়রা প্রায় মিউনিসিপ্যাল সভায় উপস্থিত হয় না। ইংরাজদিগের মধ্যে এক দিন মিউনিসিপ্যালিটি সংস্থাপন করার একটি রোগ জন্মে, তখনই ভারতবর্ষে এটির প্রবর্ত্তনা হয়, কিন্তু ইংলণ্ড বাসী একজন করদাতাও এক্ষণ বোধ হয় আর মিউনিসিপ্যালিটির সপক্ষ নাই। ইংলিশম্যান বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের মিউনিসিপ্যালিটি করার একটী প্রধান উদ্দেশ্য পোলিসের ব্যয়টি স্থানীয় করদাতাগণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা, এবং গবর্ণমেণ্ট নিজে পোলিসের নিমিত্ত যে ব্যয় করেন, মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাহার দ্বিগুণ ব্যয়ে উহা রক্ষিত হইয়া থাকে। চৌকিদারি ইউনিয়ান সমুদয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহা কর্ত্তৃক স্কুল, চিকিৎসালয়, রাস্তা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য যাহা প্রজারা বিনা মুল্যেও প্রাপ্ত হইতে চাহে না, তাহা সম্পাদনের অর্থের ভার তাহাদের স্কন্ধে চাপান হইতেছে। আইনে আছে বটে যে, যেখানে কৃষকেরা অবস্থিতি করে সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি সংস্থাপিত হইবে না, কিন্তু বাঙ্গলার প্রায় সমুদয় নগরের চাতুষ্পার্শিক সামান্য পল্লি সকল মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি উৎপন্ন কর আবার যদৃচ্ছাক্রমে ব্যয় হয়। ইহার প্রায় সমুদয় পোলিসের ও কর সংগ্রহের ব্যয়ের নিমিত্ত পর্য্যবসিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি যে এদেশে কেবল অত্যাচারের কারণ তাহা বোধ হয় যিনি এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তবে লেফটেনেণ্ট গবরণর যেরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, প্রকৃত যদি মিউনিসিপ্যালিটির ভার সম্পূর্ণ রূপে দেশীয় দিগের হস্তে অর্পিত হয়, তবে অনিষ্ট যে হইবে না তাহা আমরা বলি না, কিন্তু উপকার হইবারও বিস্তর সম্ভাবনা।

বাঁশী মুচি নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে খুন করে। জষ্টিশ মার্কবীর নিকট ইহার বিচার হয় ও তিনি ইহাকে ফাশী দিতে হুকুম দেন। কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মকর্দ্দমার আদ্যন্ত দেখিয়া খুনের হুকুম রদ করিয়া বাঁশীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করিবার আদেশ করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেবের এই কার্য্যটি দেখিয়া আমরা পরম আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আনন্দিতা-কেন না তাঁহার জন্যে একটি মনুষ্য জীবন রক্ষা পাইল; আশ্চর্য্যান্বিত-কেন না তাঁহাতে এত বিপরীত গুণ! ক্যাম্বেল সাহেব উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃত প্রকান্তরে উঠাইয়া দিয়া, মিউনিসিপালিটি বিলের প্রবর্ত্তনা করিয়া, সেষ কর সংস্থাপিত করিয়া, নেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া এদেশীয় দিগকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু এই ক্যাম্বেল সাহেব আবার কণ্ট্রাক্ট বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাইতদিগের অশেষ মঙ্গল করেন ও শ্বেতাঙ্গী কুঠিয়ালদিগের বিরাগ ভাজন হন, ইনিই টেম্পল সাহেবকে নাকালের এক শেষ করেন ও স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ দেশকে ফকীর করিয়া তুলিবার যো করিয়াছেন, ও অল্প দিন হইল, ইনিই ত্রিহুতের জেল হইতে কতক গুলি হত ভাগ্য কুঠিয়লান নিষ্পীড়িত ব্যক্তিকে খালাস দিয়া নিজ দয়ার্দ্র চিত্ততাপ্রকাশ করেন। এক সময় দেবতা, অন্য সময় মূর্ত্তিমান অসুর অবতার, ক্যাম্বেল সাহেবের ঘাড়ে মস্ত এক শনি আছে, যাবৎ সেটি দূর না হইবে, তাবৎ তাঁহার ও ভদ্র নাই, দেশরও ভদ্র নাই। এই শনি আর কিছুই নহে তাঁহার অবিমৃস্যকারীতা ও—একগুঁয়েমী।

গত সংখ্যক পত্রিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম যে ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব ভ্রম বশতঃ এদেশের একটি অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হাউস অব কমন্স সভায় ইনকমট্যাক্স উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া তিনি ভারত বাসীদিগের উপকার না করিয়া বরং অপকার করিবেন। এটি তাঁহাকে অবিলম্বে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে, হিন্দুপেট্রিয়টও এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা পুনরায় অনুরোধ করি, ভারত বর্ষীয় সভা ও জেলার সভা সকল এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিবেন ও যাহাতে ইহা সত্বর সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন। এই সঙ্গে ফসেট সাহেবকে যেন এক খানি অভিনন্দন পত্রও দেওয়া হয়। কিছু দিন হইল, ঢাকা সভার এক জন প্রধান ব্যক্তি এই রূপ প্রস্তাব করেন এবং আমরা আশা করি বর্ত্তমান বিষয়ে ঢাকা সভা সকলের অগ্রগামী হইবেন। ঢাকা সভা দ্বারা যেরূপ কাজ হইতেছে, তাহাতে তাহা কর্ত্তৃক এটি যে অনায়াসে সুসিদ্ধি হইবে সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

মান্দ্রাস প্রেসিডেন্সীর এক জন আসিষ্টাণ্ট কলেকটর তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে ওদেশে থান কাপড়ের আমদানি হওয়ায় দেশীয় তাঁতের অপলোপ না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি বলেন যে কড্ডলোর নামক স্থানে ১৮৭১ সালে ৩৭১৫ খান তাঁত বহিত এবং বর্ত্তমান সালে সেখানে ৩৯৫৯ খান তাঁত বহিতেছে। এতদ্ভিন্ন টানজোর ও ত্রিকোনপলীতে তাঁত এই রূপ বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ ৭০ শালে ১০৯৫ খান তাঁত ছিল, তাহার পর বৎসরে ১১৬৫ খান, এবং বর্ত্তমান বৎসরে ১২৮২ খান তাঁত বহিতেছে। মন্দ্রাসে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁত কমিয়াছে কিনা মান্দ্রাস বিভাগের বোর্ড আব রেবেনিউ সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহারা যেরূপ রিপোর্ট পাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে সেখানে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁত বৃদ্ধি হইয়াছে। অমরা বাঙ্গলার সম্বাদ যতদূর রাখি তাহাতে বিলাতি কাপড়ের আমদানি হইয়া এদেশের তাঁতির অন্ন মারা গিয়াছে। এখন সমান্য তাঁতিরা প্রায় গৃহজাত কাপড়ের ব্যবসায় করেনা, থানের ব্যবসায়করে, তবে শান্তিপুর, ঢাকা, বরানগর, প্রভৃতি যেখানে দেশী কাপড় ভাল প্রস্তুত হয়, সেখানে দেশী তাঁতির কতক কাজ আছে, কিন্তু তাহাও পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর কমিয়াছে। বাঙ্গালায় থানের আমদানিতে তাঁতির ব্যবসায়

নষ্ট হইল এবং মান্দ্রাসে বৃদ্ধি হইল ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দেশীয় কাপড়ের কাটিত বৃদ্ধি না হইলে তাঁতের বৃদ্ধি হইতে পারে না, মান্দ্রাসে যদি বিলাতি থানের আমদানি অপেক্ষাকৃত কম হয়,তবে বোর্ড যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাও না, সেখানেও বিলাতি কাপড়ের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। বোর্ড কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেখানে তাঁতি কাপড় বুনে না ভাত রাঁধে?

প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপকের পদের নিমিত্ত এই বৎসর চারিজন ব্যক্তি প্রার্থী হন—কাউয়েল সাহেব, পিফার্ড সাহেব, বারিষ্টার গুডিব সাহেব ও হাইকোর্টের ইনটারপ্রিটার বাবু শ্যামাচরণ সরকার। আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংক্রান্ত সভ্যরা বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে মনোনীত করিয়াছেন। সিনেট ইহাতে মত দিলেই শ্যামাচরণ বাবুকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইবে। এই পদের নিমিত্ত শ্যামাচরণ বাবু যেরূপ যোগ্য, এরূপ অতি কম লোক দেখা যায়॥

চুঁচড়া হইতে আগামী আগষ্ট মাসে বেঙ্গাল মেগাজিন নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। ইহার একটি অনুষ্ঠান পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি॥ এই পত্রিকা খানি ইংরেজী ভাষায় লেখা হইবে। রেবারেণ্ড লাল বেহারী দে সম্পাদকতা করিবেন। যাঁহারা ২ লিখিবেন, তাঁহাদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান লোক এবং ইহাঁরা যদি প্রকৃত মনোযোগের সঙ্গে লেখেন তবে পত্রিকা খানি যে অতি উৎকৃষ্ট ভাবে চলিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রস্তাব দ্বারা পত্রিকা খানি পরিপূর্ণ থাকিবে। ডাক মাশুল ছাড়া ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ ছয় টাকা। গ্রাহকগণ চুঁচড়ার বাবু নিমাই চাঁদ শীলের নিকট লিখিবেন।

উচ্চ শিক্ষা।

ক্যাম্বেল সাহেবের উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির বিপক্ষে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোশিয়েসন গবর্ণর জেনারেলের নিকট এক আবেদন পাঠাইয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব উচ্চ শিক্ষার অনিষ্ট করিয়া দেশের যে রূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহাতে লোক হত বুদ্ধি হইয়া যায়। যখন লর্ডমেও প্রথম উচ্চতর শিক্ষার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের লোকে একেস্বরে তাহার প্রতিবাদ করে। তখন তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত ওরূপ গুরুতর অনিষ্টে প্রবর্ত্ত হইবেন না, তবে লর্ডমেও ভ্রম বশতঃ এরূপ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিতেছেন, সুতরাং লোকের তখন জ্ঞান ছিল এবং তাহারা প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করে, কিন্তু যে বিপদের কথা মনে করিয়া এদেশের লোকে আতঙ্কিয়া উঠে, যে বিপদ ঘটিবে তাহারা কখন স্বপ্নেওভাবে নাই, তাহা যখন ক্যাম্বেল সাহেব অম্লান বদনে ও অকুতোভয়ে উপস্থিত করিলেন, তখন দেশীয় লোকেরা দিশেহারা হইল। তাহারা কখনই মনে ধারণ করিতে পারিল না যে, যে ব্রিটিশ শাসন প্রভাবে এ দেশের এত উন্নতি হইয়াছে, যে জাতি পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন যাহারা দেশ বিদেশ হইতে অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভুত করিবার নিমিত্ত ধন প্রাণ অকাতরে দিতেছেন, তাহারাই অনন্যোপায় নিতান্ত আশ্রিত ভারতবর্ষীয় দিগের প্রতি এই রূপ নিদারুণ ব্যবহার করিবেন! যখন ক্যাম্বেল সাহেব পাটনা কলেজ উঠাইলেন, বহরমপুর কলেজ উঠাইলেন, ক্রমে কৃষ্ণনগর কালেজ উঠাইলেন, সংস্কৃত তাহার বিষ নয়নে পড়িল, তখন লোকে মনে করিল, এ আবার কি! ক্যাম্বেল সাহেবকে লোকে খাম খিয়ালি জানিত। মনে মনে সকলে এই স্থির করিল যে তিনি তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে কখনই প্রবর্ত্ত হইবেন না, কিন্তু লোকের সে ভ্রম দূরে গেল। তাহারা শেষে দেখিল যে ক্যাম্বেল সাহেব প্রকৃত উচ্চতর শিক্ষা দেশ হইতে উঠাইবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তিনি সত্য সত্য সংস্কৃত পাঠের বিঘ্ন জন্মাইলেন। লোকের যখন এই জ্ঞান জন্মাইল তখন তাহারা হতাশ হইল, তাহারা জীবনে মৃত বৎ হইল, উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে সকল আশা পরিত্যাগ করিল, ভারতবর্ষের ভাবী দুর্দ্দশার কথা মনেকরিয়া চারিদিকে অন্ধকার ময় দেখিতে লাগিল এবং কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ইংরাজ দিগের মহত্বের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইল। তবে তাহাদের এখন একটি আশা রহিল। তাহারা ইংরাজ জাতির মহত্বের কথা ক্ষণ মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইয়াছিল না, এবং লর্ডনর্থব্রুক আসিতেছেন মনে করিয়া তাহাদের কতক আশার সঞ্চার হইল, ও গত বিপদ হইতে ডিউক অব আরগাইলের মহত্বেও তাহাদিগকে কতক জীবিত করিল। লর্ডনর্থব্রুক দেশে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে মত কি জানিবার জন্যে দেশের লোকে অধৈর্য্য হইল। তিনি মেডিকেল কালেজে এ সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। লোকে তাহার সঠিক অভিপ্রায় কিছু বুঝিতে পারিল না, কাযেই উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে দেশীয়রা কি উপায় অবলম্বন করে কিছু স্থির করিতে পারিল না। আবার সকলে প্রায় হতাশ হইল। ইতিমধ্যে ইংলিশম্যান লর্ডনর্থব্রুকের অভিপ্রায় যেরূপ বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে লোকের আবার আশার উদ্রেক হইল, ইংলণ্ডে ফসেট প্রভৃতি ভারত বন্ধু এ সম্বন্ধে কতক আন্দোলন করিতে লাগিলেন তাহাতেও লোকে কতক সজীব হইল এবং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন সম্প্রতি ইহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইবার কারণ এই। যাঁহারা দেশের রাজ নৈতিক বিষয়ের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা এত দিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমুদয় পরীক্ষা করিতে ছিলেন। এদেশের প্রজার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আর পূর্ব্বের মত সৌহৃদ্য ভাব নাই। উভয় এক্ষণ উভয়কে সন্দেহ করিয়া চলেন সুতরাং এক্ষণ রাজ নীতি বিষয়ে যে কোন আন্দোলন হউক সতর্কের সঙ্গে করা কর্ত্তব্য। আবেদনকারীরা যদি আবেদনে কোন ভুল না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের দরখাস্ত করিতে বিলম্ব করায় তত ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এদেশের হিতাকাংখী মাত্রের যেমন ক্যাম্বেল সাহেবের এই অনিষ্টকর কার্য্যে কষ্ট হইয়াছে, তেমনি সকলের এই সময় গবর্ণমেণ্টে আপনাদিগের আবেদন জানান কর্ত্তব্য। যখন প্রথম এদেশে উচ্চতর শিক্ষা লইয়া আন্দোলন হয়, তখন লর্ডমেও কেবল ভয় প্রদর্শন করেন, এক্ষণ ক্যাম্বেল সাহেব কার্য্যে সেইটী করিলেন, সুতরাং তখন এ সম্বন্ধে যে উদ্যোগ হইয়াছিল এক্ষণ তদপেক্ষা সহস্র গুণে আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা। এবার আর একটী সুযোগ হইয়াছে। সেবার কেবল ব্রিটীস ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন এবিষয়ের উদ্যোগ করেন, এক্ষণ সৌভাগ্য ক্রমে বাঙ্গলার প্রধান সকল জেলায় এক একটী রাজনৈতিক সভার সংস্থাপন হইয়াছে। ইহারা সকলে উদ্যোগ করিলে, বাঙ্গলার ছয় কোটী লোক একেস্বরে ক্যাম্বেল সাহেবের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবে ও সেই প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় অধিকাংশ পত্রিকা নিশ্চয় যোগ দিবেন এবং লর্ড মও ও লর্ড নেপিয়ারের ব্রিটিশ রাজ্য সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়েও উহার পোষকতা করিবে। ফল ডিষ্ট্রিক্ট এসোশিয়েসন সমুদয়ের দেশের মঙ্গল করিবারএকটী প্রধান সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ এসোশিয়েসন গুলি নিজ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত সংস্থাপিত হয় নাই, যাহারা ইহাকে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহারা দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হন এবং যদি দেশের কোন মঙ্গল করিতে পারেন সুদ্ধ এই মানসে সভার সংস্থাপন করেন। তাঁহাদের সেই সংকল্প সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা দেশের মঙ্গল করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা পুর্ব্বক এক রূপ ব্রতী হইয়াছেন, এই বিপদ কালে তাহারা কিছু মাত্র অমনোযোগ দেখাইলে প্রকৃত অপরাধী হইবেন। তাহারা বুঝিতেছেন যে উচ্চতর শিক্ষা উঠিয়া গেলে দেশ রসাতলে যাইবে, আমরা ইংরাজ শাসন কর্ত্তৃক যে উন্নতি লাভ করিব চিরকাল আশা করিতেছি আমাদের সে আশা নির্ম্মুল হইবে, বাঙ্গালী জাতির অদ্ভুত মস্তিষ্ক বিফল হইবে, আমরা ক্রমে হীন হইতে আরম্ভ হইব এবং আমাদের হীনতার চরম যে কোথা গিয়া দাঁড়াইবে বিধাতা জানেন। তাহা হইলে আমাদের রাজ দ্বারে আর সম্মান থাকিবেনা, রাজ্যে আর ক্ষমতা থাকিবেনা, উচ্চ রাজকার্য্যের আর আশা থাকিবে না, অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান বাঙ্গলী দিগের তাহা হইলে হয়ত চিরকালের তরে সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিতি করিতে হইবে। দেশের এই বিপদ। এক উচ্চতর শিক্ষা উঠিলে আমাদের সকল উন্নতির দ্বারে কপাট পড়িবে, অতএব ইহার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাও কর্ত্তব্য। যে জীবন কেবল ভারাবহ মাত্র, সে জীবনে প্রয়োজন কি?

The murder of Ram Coomar Poddar, a prisoner in the Moorshedabad Jail, noticed in our last, was investigated by the district Magistrate himself, and all the accused were released except one warder. This man a correspondent assures us has confessed every thing and given a detailed description how this horrible murder was brought about. If Ram Coomar was murdered he was murdered by somebody, and it behoves Government to investigate the case carefully and trace out the murderer or murderers. Government must be held responsible for the lives of those whose liberty they take, and protection they undertake. We shall await with anxiety the final decision of the district magistrate in this case. Rumors now and then reached us, how prisoners were murdered and the matter hushed up, how prisoners oftentimes fainted away under the pressure of work, how sick men were forced to work and never allowed to appear before the medical attendant, how prisoners were flogged and mercilessly beaten and sometimes starved without the knowledge of the magistrate, but we had no right to credit them. Here is a case which if properly investigated will throw much light on the subject.

We are very glad to see that the *Bengallee* condemns the Criminal Procedure Code with us and other native journalists, and we have no longer any quarrel with our contemporary. We were very anxious that no native shall support such a barbarous law, lest by that we gave an opportunity to our Rulers to say that the natives were not unanimous in their condemnation of the Code. We have also the pleasure to inform our countrymen that the British Indian Association has already drawn up a memorial addressed to Lord Northbrook against the law, which they mean to send shortly. They have noticed the enormous and despotic powers given to the magistrates, the trial of British-born subjects by European Magistrates only, the withdrawal of trial by jury, the creation of the office of Public Prosecutor &c. &c. and other objectionable features of the code. Now is the time for district associations to suport the memorial of the Calcutta association. No time ought to be lost. Those districts, or sub-districts where there are no such political organizations ought to send in petitions numerously signed. Mind the law comes in force only September next. While on this subject we cannot but regret that no energetic steps were taken by the British Indian Association to protest against the incorporation of a new section in the Indian Penal Code, we mean setion 124 A commonly called Stephen's gagging act. We believe this is the time to raise that question. Such a law there is not in England, and we believe in no other civilized country; we can expect also some assistance from the English Press of this country, and we confidently hope to find many sympathisers in England. Will the members of the Calcutta Association take up the subject?

The *Indian Mirror* is "profoundly thankful" to His Honor for a grant of Rs 2000 to the female normal and adult school in connection with the Indian reform association. We are very glad that the *Mirror* has the grace to thank anybody for favors shown to it or to its party. Gratitude is a very good thing and we are delighted to see the Bramhos cultivate it, but the question is why should they show thier gratitude to their benefactor in such a way as would sacrifice the interest of their own country. Our worthy contemporary thus notices the Education memorial of the British India Association: "the Zemindars of Bengal have appealed to the Viceroy against the Lieutenant Governor of Bengal" and the Mirror should have added who "has given us a grant of 2000 Rs." Why "the Zemindars of Bengal," why this insinuation that the people of the country have no sympathy with the memorial? Our grateful contemporary continues, "We may contradict the groundless and exaggerated statement that the Lieutenant Governor's policy has excited 'a deep feeling of alarm from one end of the country to the other.' No such thing There is a feeling of discontent, but it is confined to Bengal." We are very glad that here we can perfectly agree with our contemporary that the doings of the Lieutenant Governor of Bengal have excited a feeling of discontent in Bengal, and the feeling is confined to Bengal and it has not spread to either Kamaschatka or Japan! The *Mirror* is also of opinion that the discontent is confined to the higher and middle classes of Bengal and the masses seem indifferent and unconcerned, and do not trouble themselves with deep questions of policy. Here again the writer is quite right, and he ought to be congratulated on the great discovery made by him. But my dear brothers, the masses are quite alive to the oppressions of the income tax! One thing, the Bramhos were negociating to secure the grant rerently withdrawn from the *Education Gazette* for their pice paper. Any hope in that way? If the silly lines of the *Mirror* fall into the hands of the Viceory his Lordship we trust will take into his consideration the fact that the Mirror profoundly grateful for favors received and expected, admits that a discontent prevails among the higher and middle clásses ofthe people on account of the educational policy of Mr. Campbell.

The Education Memorial—The British Indian Assöciation has at last submitted their long expected memorial against the the edùcational policy of His Honor the Lieutenant Governor of Bengal. We said in our last that this shall be our final appeal to Mr. Campbell, and we have no longer any business with His Honor. He has done the mischief he could do; and the matter has at last reached the hand of the Supreme Ruler of India. Upon the fate of this petition, hangs the destiny of Bengal, nay of whole India. If Lord Northbrook turns his back woe will betide the country and there will be mourning throughout Bharatbarsha; if he hears the prayer of the helpless subjects of Her Majesty there will be a manifestation of loyalty and joy the like of which was not seen in this country for a long time. Upon the fatè of this petition depends life or death, progress or ruin, the advancement or fall of a nation. Such mighty interests are at stake! The crisis is drawing nigh, and we doubt not the intelligent and respectable portions of the European public are viewing its approach with apprehension. If Mr. Campbell wins, he will win at the sacrifice of the popularity of British Rule in India. It will be for Lord Northbrook to consider whether the gain will be êqual to the sâcrifice, no! the gain must be much greater than the sacrifice before he can lend his support to the latter. We believe it will be admitted that Mr. Campbell's educational policy has given intense dissatisfaction; but one hope has all along soothed the people, the hope that the British nation is with all its external roughness just to the core and at last justice shall be rendered them. Whenever an unpopular measure is introduced, the people loudly condemn it and cry for redress and this can only proceed from an innate faith in the justice of the British nation. In certain measures our rulers have been convicted of injustice and insincerety, for instance in the cases of thê withdrawal of State scholarships, and the monopoly of all posts of emolument and so forth but these were trivial matters, the natives understood the peculiar position of their rulers, saw their other good works and virtuous actions and forgave them for these wrongs. But the question of high education is a quite different thing. God alone knows the real intentions of the anti-education politicians, but the belief of the natives is, that they do not mean well of the natives, on the controry they mean to envelop the whole coüntry into darkness, they mean to emasculate a whole nation that they and their countrymen may enjoy the blessings of the land uninterruptedly. Whether these politicians gave any cause to the natives to entertain such a belief or not, we do not mean to discuss here, niether is it very necessary for our purpose, suffice it to say that such a belief exists. This belief when analysed well come to this. Tamerlane was considered an enemy to the human race, for he deluged whole Asia with human blood, but monster as he was he cound not stay the progress of the human race. If hundreds were massacred, thousands were by a natural law born, and Asia soon revived the rude shock given to it by the inhuman tyrant. But the policy of these men if carried out will stay the progress perhaps for ever of a nation, a nation intelligent, civilized and if properly encouraged capable of great things After the suppression of the Sepoy war there was an unnecessary shedding of blood, it was only the other day Mr. Cowan blew away the lives of 50 men without any trial, but all these were done at the spur of the moment and at a time of passionate excitment. Neither did these murders affect the general interests of the country, but the belief of the natives is that a portion of their Ruling authorities mean deliberately to lead them into darkness and finally to push them into a dark pit never to rise again. It is the clear duty of Lord Northbrook to persuade the natives that British government is just, that it does not fear competition of the natives, or a close scrutiny and that it is too good to be afraid of creating a set of knowing subjects. It is his duty to appease the deep and universal discontent which is preying upon the vitals of the nation and creating a feeling of distrust between the governors and governed. The duty of the natives is to put aside every other business and fight for the mighty interest at stake. The result of a struggle of full three years has been the abolition and reduction of their colleges and schools. The anti-education policy triumphed in spite of the opposition of the whole native population, in spite of the assurnacè give n by the duke of

Argyll and His Honor. The very idea that Government may injure the cause of high education raised a howl of indignation from one end of the country to the other and gave birth to fifty or sixty political meetings. Now they see the actual fall of these educational institutions one by one. Let them depict boldly and honestly, in the truest colors the feeling with which they behold this desolation of their dearest interests, and leave the rest to Lord Northbrook. Krishnágòre as the greatest sufferer in this warfare should no longer delay in representing the great wrong done to her. Berhampore comes next, then Patna, then Chttagong, Cuttack, in short, what district has not suffered from the mischeivous policy of His Honor we know not. The protest must come from all parts of Bengal, from Dacca, Hoogly, Assam and Rajshye. It must come from all important towns and villages of Bengal. *No time ought to be lost,* the petitions must be sent as soon as practicable.

THE FATE OF THE SCHOOL MASTERS—The School Māsters have a great friend in Mr. Campbell. Mr. Campbell is a great friend to high education, so he himself declares, so Lord Northbrook testifies. The present assignments of 42 schools are about Rs. 1,36867, their expenditūre in 1870-71 was 1,32,839, and their assignments in the present year 1872-73 are cut down to Rs. 1,07,400. The difference between the former assignments and those now ordered is Rs. 29,467. This sum Mr. Campbell means to save from the grants to Government schools, this sum is to be taken from high education for the Presidency college building, for teaching wretched Bengallee youths the divine art of surveying, riding and salaaming. Says the Government resolution : " The Director will be requested energetically [mark the *adverb*] to set about to reduce the establishments of these schools." Why not emplôy men to set about energetically to plunder the homesteads of the Bengalee, descrate their temples and take their personal liberty? The work of desolation has thus commenced, may Heaven help us, help the helpless. "Every vacancy" continues the government order "every vacancy in the Education Department should be utilized for this purpose." Mark the words *every.* Then again, "masters who have no special claims can be reduced." So whenever a vacancy occurs, there shall be mourning in the land, reductions must instantly follow a vacancy. Now let us see how Government purposes to carry out practically these reductions. Teachers without special claims (whatever that may mean) will be immediately dismissed. This means if the commentary of Mr. Woodrow is to be trusted that if by the vacancy method the establishments cannot be sufficiently reduced, Teachers will be told plainly that it is the pleasure of the Lieutenant Governor of Bengal that they leave the service, that they may go wherever they choose, to till the ground, shave beards, ōr hang or drown themselves, the Chief Ruler gives them the freeest choice to go wherever they choose to do whatever they like so long they do not come back and demand their posts in the education Department. The vacaucy method is less cruel but the success of the method will depend much upon circumstances. A vacancy occurs and that post is never filled up, thus some portion of the money is saved, A teacher takes leave, and no one is allowed to officiate for him, the boys take care of themselves or the leisure hours of other Teachers will be so utilized that they may take care of this class and thus some money is made. But the most feasible plan is what is described by Mr Woodrow. He says : " For example direct reduction will occur when the appointment in any school is filled up by a general promotion of its masters from class to class *without increase of pay,* and a last master introduced on the lowest salary' We most heartily congratulate on the good fortune of the School masters and we wish them joy. They have been so long breaking thier heads for the injustice of Governnent; they never expected any good not even a good word from Government, they have been crying for promotion since Lord Bentick's time and at last under the benign rule of Mr. Campbell their prayer has been heard. The case of the school mastēr has alwàys been sad. The Police, the Judicial, the Executive and the Civil Services have been made by Govt attractive to a bètter class of men, but the school masters have ever since their creation been dragging their slow length along and performed their thankless duties most disinterestedly. Every Governor tried to ameliorate their condition and for this and other caùse failed. It was reserved for Mr. Campbell the great friend tō high education and therefore to the teachers who taught it, to better the condition of the school masters. The schoolmasters will have now promotion to their heart's content. They will have promotion whether they will or no,in short the avowed policy of Govt. is to promote themwhenever a vacancy occurs. The Director has been instructed to do so at every opportunity, and he disobeys Government orders at his peril. There is only one small consideration, they will have no increse of pay, but what of that ? Lucre, lucre, lucre, always lucre, the demon of filthy lucre, should not possess the guardians of our future hopefuls. Money is but a filthy thing, it is the offspring of satan and it will give great pleasure to our Lieutenant Governor if our Teachers can school themselves so as to avoid it always. Foget the small consideration of money aad look to the glory of the thing, the glory of being the Head or Seond Teacher of a Government institution. The ultimate effect of this policy if carried out will be beauty, equality, symmetry and harmony. The Head master with 150 per month retires and his place is supplied by the second with 60, but let us enjoy ourselves and give a table The Head master draws 150 and the lowest 16 but here is the table.

Hd.	2d.	3d.	4th	5th
150	60	30	20	16

After each vacancy granting that the Head master always retires the scale of the pay of the Teachers will stand thus:—

	Hd.	2d.	3d.	4th	5th
1st vacancy,	60	30	20	16	10
2d. Ditto	30	20	16	10	10
3d. Dttto	20	16	10	10	10
4th Ditto	16	10	10	10	10
5th Ditto	10	10	10	10	10

Now is there not beauty, equality, symmetry and harmony in the above scale ? This policy of Government also ensures the promotion of asses, for be it said there are asses in the education department who would never get promotion but under the new policy of the State. How the school will fare after these asses are promoted and the pay of the Teachers thus beautifully equalized it is not for us to determine. We said that the successful carrying of this vacancy policy will depend upon circumstances, well,that circumstance is this. If the Teachers do not choose to retire, if they stick to their appointments, if more the feeling is shown that the Lieutenant Governor wants them to depart, the greater obstinacy they show in remâining where they are, then there will be dfficuty indeed which His Honor, however wise and shrewd, perhaps did not foresee. Indeed they may die, but where is the guarantee ? In epidemic stricken districts such as the Burdwan, Hoogly, there may be some hope in that way, the dengue if it continues to rage for sometime more may prove a most useful ally, but the Lieutenant governōr is very anxious to save Rs30000 and he can scarcely depend upon these sorry securities. Of course Mr. Campbell cannot compel them to die, a minute wont do it, neither a govĕrnment Resolution. Some other active force must be set to work, set to work to ensure the success of the vacancy methed so nobly conceived and so ably put forth by the helpless subordinate, we mean the poor Director, of His Honor. The Teachers 'have one course left to them. Let the Senior Teachers stick to their Posts and let them take care of their heálth. We dare say our patriotic Teachers will not easily retire from their posts but simply that wont do, they must not die, and they should try to avoid death as much as possible. We hópe our exhortations will not prove fruitless.

বাঙ্গলার জন সংখ্য ।

মেদিনীপুর ভিন্ন বাঙ্গলার অপর জেলা সমুদয়ের জন সংখ্যার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। বোধহয় জুলাই মাসের মধ্যে সমুদয় হিসাব প্রস্তুত হইবে। বাবু সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়াছেন। নতুবা এত শীঘ্র এত কাজ নিকাশ হইত না। যেরূপ রাষ্ট্র তাহাতে আমাদের ভয় হয় পাছে জন সংখ্যার রিপোর্ট ভ্রান্তিমূলক হইয়াযায়। যদি গবর্ণমেমেণ্টের যত্নে জন সংখ্যা সম্পূর্ণ ঠিক না হইয়া অধিকাংশও ঠিক হইয়া থাকে, তবে এত দিন পরে এ দেশের উন্নতির ভিত্তি ভূমির এই পত্তন হইল। জন সংখ্যার হিসাব কতক কতক বাহির হইয়াছে। বাঙ্গলার নিয়মান্তর্গত প্রদেশের জন সংখ্যা পূর্ব্বে ৩৬০ লক্ষ লোক অনুমিত হইত কিন্তু এক্ষণ যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে এখানে ৫৬০ লক্ষ লোকের বসতি। ইহার ভূমির পরিমাণ ফল ১৪০০০০ বর্গ মাইল সুতরাং বর্ত্তমান জন সংখ্যা অনুসারে ইহার প্রতি মাইলে চারিশত লোকের বসতি। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় আসাম, কুচ বিহার, ছোটনাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি নিয়ম বহির্ভূত দেশ আছে। এ কয়েকটী জেলার জন সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক

অল্প এখানে প্র... লোকের বসতি। ফল ক্যাম্বেল সাহেব যে রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাহার সমগ্র পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার বর্গ মাইল ও জন সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটির কম নয়। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারলাণ্ডের পরিমাণ ফল ১২০৫৮২ বর্গ মাইল এবং উহার জন সংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ। সুতরাং বাঙ্গলা রাজ্য ব্রিটেন অপেক্ষা দিগুণ বৃহৎ এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি গ্লাডষ্টন সাহেব যত লোকের উপর প্রভুত্ব করেন, ক্যাম্বেল সাহেব তাহার দ্বিগুণ লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারলণ্ডের প্রত্যেক মাইলে ২৬০ জনের বসতি, বাঙ্গলায় ২৭৫ জনের। শুদ্ধ ইংলণ্ড ও ওয়েলসের প্রত্যেক মাইলে ৩৯০ জন লোক বাস করিয়া থাকে, বাঙ্গলার নিয়মান্তর্গত জেলা গুলিতে প্রত্যেক মাইলে চারি শত লোকের বাস। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলার ন্যায় বৃহৎ প্রদেশ আর নাই। বম্বের পরিমাণ ফল এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার বর্গ মাইল এবং মান্দ্রাজের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মাত্র। এত বড় একটি প্রদেশ এক জন শাসন কর্ত্তার হস্তে রাখা কর্ত্তব্য কি না সে বিষয়ে সকলের চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফল বাঙ্গালার অনেকগুলি জেলা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করিলে হইতে পারে—যেমন পাটনা, ভাগলপুর। হিন্দুস্থানী লোকদিগের সঙ্গে এই সকল জেলার লোকের যত সাদৃশ্য আছে, বাঙ্গালীদের সঙ্গে তত দূর নাই।

সমালোচনা।

নাস্তিক প্রবোধ শ্রীহর চন্দ্র বসু প্রণীত—গ্রন্থকর্ত্তা ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে শৈশব কাল অবধি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্যে তাঁহার মন ব্যাকুল হয়। এই নিমিত্ত তিনি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন। কিছু দিন কাশীতে অবস্থিতি করিয়া জনক পরম হংশের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও ক্রমে প্রণয় হয় ইহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া ধর্ম্ম সংবন্ধে ইনি যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহা জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি প্রতিজ্ঞা করেন ও সেই প্রতিজ্ঞানুসারে এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হইল। ইনি পারস্য ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় শিক্ষিত হন নাই, সুতরাং প্রথম এই পুস্তক খানি লিখিতে যাইয়া ভারি বিপদে পড়েন। কিন্তু মাতৃভাষা বলিয়া ও অসাধরণ অধ্যবসায় বশতঃ তিনি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলায় না হউক এক রূপ বোধগম্য ভাষায় এই পুস্তক খানির রচনা শেষ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পুস্তক খানির ভূমিকা পাঠ করিলে গ্রন্থকর্ত্তার অধ্যবসায়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তত অর্থ সম্পন্ন নন বলিয়া পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় ভার বহন করিতে অপারগ হইয়া ইনি দ্বারে২ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান ও কথঞ্চিৎ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পুস্তক খানি মুদ্রিত করিতে প্রবর্ত্ত হন। অবশেষে এক রূপে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া একটি বিষয় দেখিয়া আমরা ভারি সন্তুষ্ট হইলাম। আজ কাল এদেশীয় লোকেরা অনুবাদ ভিন্ন জানেন না, কিন্তু এই পুস্তক খানিতে অভিনবভাব বিস্তর দৃষ্ট হইল। ইহাতে গ্রন্থকারের একা... হইয়া তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে সমালোচনা করিয়া... ইনি কোন বিশেষ ধর্ম্মের সপক্ষতা বা বিপক্ষতা করেন নাই, নিরপেক্ষ ও সত্য ভাবে তাঁহার মত সকল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কি বিষয়ী কিধর্ম্ম ব্যবসায়ী সকলেরই এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমরা ভরসা করি, গ্রন্থকার যাহাতে যথোচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন, সাধারণে তাহা করিবেন। পুস্তক খানি বিশেষ করিয়া সমালোচনা করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে পারিয়া উঠিলাম না।

অবলা বিলাপ। এই পুস্তক খানী টাকী নিবাসী এক ভদ্র বংশীয় বিধবা মহিলা প্রণীত। ইহা পদ্যে রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী বাল্যকালেই বিধবা হন। কিছু দিন পরে, ইহার ভগিনী, ভ্রাতা, পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়। এই সকল ঘটনাতে ইহার জীবন শোক ও দুঃখ ময় হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থে ইহার নিজের শোচনীয় অবস্থা বর্ণিত আছে, রচনা অতি সরল ও পদ্য বিশুদ্ধ। স্ত্রীলোকের মনের ভাব পুরুষের মনের ভাব হইতে বিভিন্ন এই পুস্তকে স্ত্রীলোকের মনের ভাব স্থানে২ বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থেরভাব গুলি অন্তঃকরণের গূঢ় প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে সুতরাং পাঠক ইহা পড়িয়া নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন। আমরা ইহা পড়িবার সময় চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারি নাই।

গ্রন্থ কর্ত্রী স্বীয় ভ্রাতার বিয়োগের পর তাহার জননীর অবস্থা যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়।

বঙ্গীয় স্ত্রী লোক রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ গুলীর মধ্যে এই পুস্তক খানী পরিগণিত হইতে পারে। ইহাতে দুই একটী দোষ আছে, কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকের রচনার মধ্যে থাকা আশ্চার্য্য নয়। গুণের সহিত তুলনা করিলে দোষ গুলি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

A New Class-Book of Geography—আজকাল ভূগোল ও নাটকে দেশ ছাকিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং ভূগোল ও নাটক দেখিলে আমাদের ভয় হয়। এ যাবৎ আমরা যত খানি ভূগোল দেখিয়াছি, তাহার অধিকাংশ আমাদের মনপুত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ভূগোল খানি আমরা সে দলে ফেলিতে ইচ্ছা করি না। আমরা প্রকৃত এখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। গাণিতিক, ভৌতিক ও রাজনৈতিক ভূগোল বিশেষ২ দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তম রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাইনর স্কলারসিপ ছাত্র দিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারী হইবে। আমরা ভরসা করি ইনস্পেক্টর গণ এখানি স্কুল সমূহে প্রচলিত করিবেন। ইহার মূল্য ।।০ আনা, বারহাম হিল কোম্পানির নিকট পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা হোমিওপেথি ডিস্পেন্সরী।

নং ৩৪৯ চিতপুর রোড।

(১)বিলাতের বিখ্যাত হেনরী টরনর কোম্পানির নিকট হইতে ঔষধাদি আনয়ন পূর্ব্বক আমরা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া থাকি। ঔষধ গুলি নিষ্কৃত্রিম ও মুল্য সুলভ।

(২) দুরূহ কঠিন রোগ সমুহের আমরা চিকিৎসা করিয়া থাকি। রোগ মাত্রেরই আরোগ্য সম্ভাবনা হতাশ হইওনা।

(৩) ওলাউঠার প্রধান ঔষধি ডাক্তার রুবিণির কর্পুরের আরক আমরা এক টাকা মুল্যে বিক্রয় করি। গৃহস্থ মাত্রেরই এই ঔষধ ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

বাবু ...

বাবু হ...

কাঁচাদিয়া ঢাকা

কুমার গিরিশচ...

বাবু হরচন্দ্র রায়চৌ...

বাবু মোহিনীমোহন রা...

বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ...

বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মাণিকতল...

বাবু আনন্দচন্দ্র সেন, হরিনাকুণ্ডু ... যশোর

বাবু শশীমোহন পালচৌধুরী, লোহাজঙ্গ... ঢাকা

বাবু শ্যামাচরণ দে, পটল ডাঙ্গা ৬।।০

বাবু জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোড়াশাঁকো ৬।।

বাবু জয় প্রসাদ সিং, দেবরুগড় আসাম ৮

বাবু দুর্গানন্দ সেন, পটুয়া খালী বরিশাল ৮

বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, বরিশাল ৮

বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় পটুয়াখালী বরিশাল ৮

বাবু ঈশানচন্দ্র মজুমদার, জাফরগঞ্জ গোয়লন্দ ২

বাবু হরিশচন্দ্র ঘোষ, রামপুর ৮

বাবু মতিলাল ঘোষ, পটুয়ামারী বরিশাল ৮

বাবু হরিপ্রসন্ন মজুমদার, চিটাগা ৮

বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, রাজসাহী ৮

বাবু ছককনলাল সিংহ, বড়বাজার ৬।।০

বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাটখোলা ৬।।০

বাবু দুর্গানন্দ রায়, মউপুর ৮

বাবু ত্রৈলক্যনাথ বাগচি, বৌবাজার ৬।।০

—পুরাতন পৃথিবীতে পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর আধিপত্য করেন কিন্তু নুতন পৃথিবীতে ঠিক তাহার বিপরীত। আমরা স্ত্রীলোকের উপর যেরূপ ব্যবহার করি, আমেরিকান স্ত্রীলোকেরা পুরুষের উপর প্রায় ঠিক সেইরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। একজন আমেরিকান মহিলা তাহার স্বামীর মৃত্যুতে এই রূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। "অনারেবল জন স্মিথের বাটিতে আমার স্বামী মেঃ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মেঃজন অতিশয় শান্ত নম্র প্রকৃতির লোকি ছিলেন। গার্হস্থ্য সুখের নিমিত্ত যে সকল মধুর গুণ চাই, তাহা তাহার বিলক্ষণ ছিল।" মিসেস উডহাল নামক আর এক জন আমেরিকান মহিলা তাহার স্বামীর জীবিত দশায় আর এক জনকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি উভয় স্বামীর সহিত সহবাস করিতেছেন। তিনি স্বাধীন প্রেমের এরূপ গোঁড়া যে তিনি বলিতেছেন যে যাঁহার সঙ্গে প্রণয় হইবে তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। দেখা যাউক বর্ত্তমান সভ্যতা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়।

—এক খানি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় পত্রিকায় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। নীলগিরীর নিকটস্থ কোন স্থানের একজন কোটারের সাত মাসের একটি শিশু সন্তান অনুদ্দেশ হয়। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কয়ের দিন পরে ইহারা স্ত্রী পুরুসে জঙ্গলে কাঠ ভাঙ্গিতে যায়। হঠাৎ শিশু সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। যে দিক হইতে ক্রন্দন ধ্বনি আসিতে ছিল সেই মুখ যাইয়া তাহারা দেখে যে তাহাদের হারান ছেলেটি একটি বন্য কুকুরের ক্রোড়ে রহিয়াছে। শুনা যায়, নীলগিরি পাহাড়ে বন্য কুকুরে ছোট২ ছেলে

...পতি
...লোক।
...রি উপস্থিত

...নবন্ধন শ্রীযুক্ত বাবু ...সন গ্রহণ করিলেন। ...অক্ষয় চন্দ্র সরকার কাশীম ...া প্রসাদ রায়ের নিকট হইতে ...ক দেয় ৫0 টাকা পাওয়া সভাকে ... সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি- ...রে রীতিমত সভাপতির অনুমতি গ্রহণ ...। সভায় নূতন কার্য্য আরম্ভ হইল।

এডুকেশন গেজেট ও স্থানীয় পত্রিকায় সভার একজন বেতন ভোগী সম্পাদক নিযুক্ত করা সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সেই বিজ্ঞাপন মতে চৌদ্দজন লোক নানা স্থান হইতে ঐ কর্ম্মের জন্য আবেদন করেন। সম্পাদক বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জনকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজমত প্রদান করিলেন। সেই তিন জনের মধ্যে বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন সভা হইতে মনোনীত হইলেন। তিনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে একজন সভ্য করিয়া লওয়া হইল। একজন বেহারা ও একজন চাপরাশি নিযুক্ত হইল।

খাগড়া ও বহরমপুরের গৃহ দাহ সংবন্ধে বাবু দীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় যে ভার পাইয়া ছিলেন সেই বিষয়ে বাবু বৈকণ্ঠ নাথ সেন একটী তালিকা সভাতে প্রদান করিলেন। তাহাতে কোন প্রজার কয় খানি ঘর নষ্ট হইয়াছে ও তাহাদের প্রত্যেকের ক্ষতির পরিমাণ কত এ সমস্ত লেখা ছিল। তাহাতে জানা গেল যে প্রায় আশীজন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে. তন্মধ্যে [ ]তের চোদ্দজন মাত্র সঙ্গতিশালী ও কাহারো স্থানে আর্থিক আনুকুল্যের প্রার্থনা রাখেনা। খাগডার আচার্য্য পাডায় সমস্ত ক্ষতির আনুমামিক পরিমাণ প্রায় ৩00০ চারি হাজার টাকা হইবে। তাহার মধ্যে সঙ্গতিশালী লোক কয়েক জনেরই প্রায় ৩০০০ তিন হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বৈকণ্ঠ বাবু প্রকাশ করিলেন যে শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী নিস্ব লোকদিগের প্রত্যেককেই ৬ ছয় টাকা করিয়া সর্ব্ব শুদ্ধ ৪০০ চারিশত টাকার অধিক প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে সভার পরামর্শ মত চাঁদার প্রার্থনা সাধরণেন নিটক করিতে হয় নাই। মহারাণী কর্ত্তৃকই গৃহ দাহ পীড়িত লোকদিগের দুঃখ দূর হইয়াছে। গৃহদাহ সংম্বন্ধে বাবূ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার সংগৃহীত টাকা কেবল রহরমপূরের জন্যই ব্যয় করিতেছেন কিন্তু তিনি এপর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সুতরাং আগামী অধিবেশনে তাঁহার কার্য্যের বিবরণ করিবেন।

নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধি সংবন্ধে মত প্রকাশ করিবার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারা প্রকাশ করিলেন যে কয়টি অতি গুরুতর বিষয়ে সকলে পরামর্শ করিয়া লেখা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, সকলে একত্র হইতে পারাযায় নাই তাহাতেই তাহাদের অভিপ্রায় শেষ না হওয়ায় এ অধিবেশনে দিতে পারিলেন না। রোডশেষ সংবন্ধে বোর্ড কর্ত্তৃক এ জেলায় নূতন একখানি ...কার্য্য করিতে স্বীকৃত ...বে পথের অবস্থা অবগত হইবার জন্য ... বৈতনিক সম্পাদক বাবু কৈলাস চন্দ্র সেনকে অনুরোধ করা যায় যে তিনি বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে সভাতে সকল বিবরণ প্রদান করেন। পরে অন্যান্য কার্য্যের পর সাড়ে ছয়টার সময় ভঙ্গ ছইল ॥ পরে অন্যান্য যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহা এই সঙ্গে দেওয়া গেল।

সভা হইতে চাঁদার পুস্তক প্রচারিত হইলে বার্ষিক প্রায় ছয় শত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে ॥ তাহার মধ্যে কয়টি বড় ২ এই ব্যয় লছমিপৎ সিংহ বাহাদূর ১২৫ রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদূর ১২৫ বাবু হরেক চাঁ নওয়া লক্ষা ৫০, বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় ১০০, রায় মেঘ রাজ বাহাদুর পঞ্চাশ আরো এক শতের অধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে ॥ কোন কোন জমিদার ও ভদ্রলোকের সভার প্রতি মনোযোগ না করা বরঞ্চ তাচ্ছিল্য করার সংবন্ধে পূর্ব্ব অধিবেশনে সম্পাদক দীনবাবু কর্ত্তৃক কয়েকটী কথা সূচিত হইয়াছিল' সে বিষয়ে সকল কথা এবারেও স্পষ্ট কিছু লক্ষিত হয় নাই। আগামী অধিবেশনে সভা এ বিষয়ের যাথার্থতাবধারণ করিবেন।

শিবসাগরের হেড মাষ্টার।

মহাশয়

শিবসাগর স্কুলের পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতি আজ কাল দেখা যাইতেছে না। ইহার নিগূঢ় কারণ কি অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে কয়জন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও উত্তীর্ণ হইল না। আবার ইহাও পরস্পর শুনা যায় যে প্রধান শিক্ষকের দোষে স্কুলের এরূপ অধগতি হইতেছে। কয়েক দিবস গত হইল ইংরেজি স্কুলের অনেক ছাত্র মিলিত হইয়া সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক আবেদন পত্র দেন; কিন্তু লোকেল কমিটীতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সেই আবেদনকারী ছাত্রগণের মধ্যে চারিজনকে একবৎসরের জন্যে একেবারে স্কুল হইতে বহিস্কৃত করা হইবে, আর ২০ জনকে একমাস পর্য্যন্ত স্কুলে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে, এই আদেশটী কতদুর ন্যায় সঙ্গত তাহা আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে প্রধান শিক্ষকের আচার ব্যবহার সন্দর্শনে স্কুলের সমস্ত বালকগণের মন একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়াছে। সমূদায় বিষয় মীমাংসা করা স্কুল পক্ষীয় কর্ত্তৃদিগের নিতান্ত উচিত।

সুলভ সমাচার।

বিগত ৮ আষাঢ় বহুবাজারে নূতন আইন অনুসারে যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া সুলভ সমাচার সম্পাদক আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। আমি ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় সেদিন ঐ নূতন বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম; ইহাতে কি আদি ব্রাহ্ম সমাজের উহাতে যোগ দেওয়া প্রাতপন্ন হইল? কোন নূতন ঘটনা উপস্থিত হইলে মনুষ্য মাত্রেরই তাহা দেখিতে কৌতুহল জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্য সে দিবস আস্তিক নাস্তিক নানা প্রকার লোক উপস্থিত হইয়া ছিল। বিশেষতঃ আমি সম্বাদ পত্রের সম্পাদক, এজন্য আমার ঐ নূতন বিবাহ দেখা আরো আবশ্যক বলিয়া আমি তথায় গিয়া ছিলাম। সে দিবস আমি বিবাহ সভার বহির্ভাগে দণ্ডায়মান ছিলাম; কোন কোন বন্ধু আমাকে ভিতরে গিয়া বসিতে বলিয়া ছিলেন, আ-

...ত্র" আমার ...তাহাই কি আ... ...সমাজের প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত থাকা বলিয়া গণ্য হইল!!!! আমাদিগকে এই আইন অনুসারে সন্তানাদির বিবাহ দতেও বলা হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া যে বিবাহ, তাহাই ব্রহ্ম বিবাহ। তাহা করিয়াও বিবাহ সম্পর্কে কিছু ত্রুটি থাকে এবং সে ত্রুটি আইন অবলম্বন করিয়া এক জন মনুষ্য দ্বারা পুরণ করিয়া লইতে হয়, ব্রহ্ম হইয়া ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রীনব গোপাল মিত্র

১২ ই আষাঢ় ১৭৯৪।

মহাশয়!

নিম্ন লিখিত পত্র খানি "সুলভ সমাচার সম্পাদক, প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং আপনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। অনুগ্রহ করিয়া পত্র খানি আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বড় বাধিত হইব।

মান্যবর।

শ্রীযুক্ত সুলভ পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় আপনার আশি সংখ্যক সুলভে রাণাঘাটের প্রেরিত পত্র খানির প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি অনুগ্রহ করিয়া এবার আমার প্রতিবাদটী সুলভে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

আপনার রাণাঘাটস্থ সংবাদ দাতা আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের উপর এত চটা কেন? তিনি উহাকে কখন এক কালে উঠাইয়া দেন কখন বা মুমুর্ষু প্রায় দেখেন তাহার কারণ কি। বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষক ৮ টাকা করিয়া বেতন পাইতেছেন ৩০ টীর উপর বলিকা অধ্যয়ণ করিতেছে। ১ম শ্রেণীতে অঙ্ক, ভূগোল, আখ্যান মঞ্জরি প্রভৃতি পড়ান হইতেছে, ছাত্রীগণকে সমারোহের সহিত পারিতোষিক দেওয়া হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে। এত দিন কোন ভদ্রলোকের বাটীতে স্কুল ছিল এক্ষণে তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ হইতেছে। তথাপি যে পত্র প্রেরক স্কুলের মুমুর্ষু ভাবের কি লক্ষণ দেখিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আপনার সংবাদ দাতা বোধ করি বালিকা বিদ্যালয়টির কোন খোজ খবরই রাখেন না। তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের ভিজিটার্স বূক খানি একবার দেখিয়া যান। তিনি যাহাকে জীবিত বা উন্নত ভাব মনে করেন, আমাদের দেশে যে দেশে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এখন অনেকে বুঝেন না, সে অবাস্থ হইবার এখন অনেক বিলম্ব আছে।

এবার বারোয়ারি পজার পান্ডাদিগের সহিত যে ওখানকার কয়েকটী শিক্ষিত যুবক যোগ দিয়াছিলেন সে কথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সে যোগের কোন মঙ্গল অভিপ্রায় ছিল।

আপনার পত্র প্রেরক যদি জানিতে চাহেন পর পত্রে প্রকাশ করিব।

রাণাঘাট } ভূবন মোহন ভট্টাচার্য্য রাণাঘাটের
জুন ১৮৭২ } বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ

সংবাদ

—শুনা যাইতেছে যে লর্ড নর্থব্রুক উচ্চ শ্রেণী ইংরেজদের নিকট তত প্রিয় নন "কারণ রাজ কার্য্যের সমুদয় বিষয় ইনি স্বচক্ষে দেখিতে চাহেন।" যদি এটি সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষের কুগ্রহ বোধ হয়। এত দিন পরে কাটিয়া গেল।

—কলিকাতা গেজেটে এ বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইয়াছে। দারজিলিং টেরাই সবডিবিসনের একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনার ফরেষ্টার ক্যাম্বেল সাহেব পলায়ন করিয়াছেন ও তাহার অধীনস্থ ট্রেজারীর টাকার গরমিল হইতেছে অতএব তাহাকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা গেল। যিনি ইহাকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পাঁচশ শত টকা পুরস্কার দিবেন।

—কয়েক সপ্তাহ ঢাকার সংবাদ পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু দূর্গা মোহন দাস ও বাবু রজনি মোহন রায় এই রূপ বিজ্ঞাপন দিতেছেন। পাঠক দিগের স্মরণ থাকিতে পারে প্রায় দুই বতসর হইল বিধু মুখী নাম্নী একটী কুলিন কন্যা কৌলিন্য প্রথার ভয়ে নিজ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম দিগের আশ্রয় লয়েন। তাহাতে স্মরণ থাকিতে পারে যে এই কন্যাটীকে লইয়া মকর্দ্দমা হইয়াছিল। এক্ষণ রজনি বাবু এই কন্যার পাণি গ্রহণ অভিলাষী হইয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে তিন মাসের মধ্যে তাঁহার সহিত বিধু মুখীর বিবাহ হইবেক। দূর্গা মোহন বাবু নুতন আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজিষ্টার করিবেন। তিনি বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, যদি কাহার আপত্তি থাকে তবে উহার উচিত তাহাকে অবজ্ঞাত করা।

—মানদ্রাজের ভ্যানকাটা চাল্লামিয়া নামক এক জন জালিয়াত বিস্তর টাকার নোট জাল করে। বেনারসে এই সকল নোট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেক গুলি নোট ধরা পড়িয়াছে। এই জালিয়াতকে ও তাহার সঙ্গীগণকে যিনি ধরিয়া দিতে পারিবেন গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

—ক্যামবেল সাহেবের উড়িয়া ভাষার উপর সুদৃষ্টি পড়িয়াছে। উহার উন্নতির নিমিত্ত তিনি তিন হাজার টাকা উড়িষ্যার কমিসনারের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ক্যামেল সাহেবের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী ছাড়া আর সকলেরই উপর অনুগ্রহ আছে।

—শুনা যাইতেছে কুকা হত্যা সংক্রান্ত ফরসিথ সাহেব লর্ড নর্থব্রুকের সহিত দেখা করিতে সিমলায় গিয়াছেন।

—একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র দ্বয় বাবু হরিমোহন রায় ও বাবু পিয়ারিমোহন রায় তাঁহাদের বদান্যতার দরুন লোকের নিকট অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন। ইহাঁদের নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। এই গ্রামবাসীদের উপকারের জন্যে তাঁহারা যথেষ্ঠ করিতেছেন। এখানে দুই বৎসর ধরিয়া এপিডেমিক জ্বর প্রবল রহিয়াছে, তাঁহারা পীড়া গ্রস্থ দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্যে কলিকাতা হইতে ভাল ভাল ঔষধ আনায়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের পিতা যে ডিস্পেন্সরিটি স্থাপন করিয়া যান ইহারা অতি যত্নের সহিত তাহার রক্ষা করিতে ছেন। যে সকল ব্যক্তিরা ডিস্পেন্সরীতে আসিতে পারেন না তাহাদের বাটি ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে চিকিৎসা করাইতেছেন। যাহারা নিতান্ত সঙ্গতি শুন্য তাহাদিগকে তাঁহারা আহার দান করিতেছেন। ইহারা নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়া অনেক রোগী দেখিয়া আসিতেছেন। জমিদার কুলের মধ্যে ইহরা তিলক স্বরূপ।"

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বাবু শ্যামাচরণ দে একটিং আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি তিনি সত্বর স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইবেন।

—কাবুলের আমীর আফগনদিগকে এক জাতি রণবীর করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি এক হুকুম জারি করিয়াছেন, যে সকল বালকের বয়স বার বৎসরের ন্যুন নহে তাহাদিগকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে। সাধারণকে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে যুদ্ধকৌশল শিখিতে অনুমতি দিয়াছেন।

—যাহারা পরের সংবাদ পত্র লইয়া পড়েন তাহারা সাবধান! এক খানি আমেরিকান পত্রিকা এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। পাঠক! তুমি পরের সংবাদ পত্র লইয়া কি পড়িয়া থাক? এরূপ কাজ কখন করিও না! আমরা জানি, সে দিন একটি দরিদ্র ব্যক্তি একজনের নিকট হইতে এক খানি পত্রিকা ধার করিয়া লইয়া যায়। হতভাগ্য ব্যক্তি! সে জানিত না যে যাহার নিকট হইতে সে পত্রিকা লইয়া আসিয়াছে তাহার বাড়ী বসন্তাক্রান্ত রোগী ছিল। বসন্ত রোগ সংক্রামক, সুতরাং ঐ কাগজের দ্বারা বসন্ত রোগের দূষিত বায়ু সে নিজ পরিবারে আনয়ন করে। তাহার নিজের ব্যারাম হয়, ক্রমে তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই রোগাক্রান্ত হয় ও মানব লীলা সংবরণ, করে। সম্বাদ পত্র পাঠকগণের যেন এইটার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে।

—বিলাতে একটি শুকর শাবককে কুকুরের ন্যায় শীকার করিতে শিখান হইয়াছে। ইহা কুকুরের মত দৌড়িতে পারে ও ইহার ঘ্রাণ শক্তিও তদ্রূপ তীব্র।

—ফরাসীস লেখকেরা পাগলা কুকুর সম্বন্ধীয় নানা উপদেশ দিতেছেন। একব্যক্তি বলেন, কুকুর দেখিয়া উহা পাগলা কি না এরূপ সন্দেহ মাত্র উহাকে বেত্রাঘাত করিবে। যদি সে শব্দ করিয়া উঠে, তবে আর কোন ভয় নাই; আর সে যদি কোনরূপ শব্দ না করে, তবে সে নিশ্চিত খেপা কুকুর ও তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিও। আর একজন বলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুর দ্বারা দষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিও তোমার স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র বলিও না এবং ক্ষত স্থান অবিলম্বে পোড়াইয়া ফেলিও। উত্তম মদ পান ও খাদ্য আহার করিও, এবং তুমি নিশ্চিত আরোগ্য হইয়াছ এইরূপ ভাব অনবরত মনের মধ্যে জাগরুক রাখিও। আর দেখিও তোমার স্ত্রীকে যেন তুমি দন্তাঘাত করিও না।

—এডুকেশন গেজেট বলেন, গত ১২ই জুন বসন্তপুর গ্রামবাসী একটী লোক কোন কার্য্যোপলক্ষে একটি গ্রামে গমন করিয়াছিল। সে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ে বাটী আসিবার কালে পথিমধ্যে হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কালিন্দী নদী হইতে বহির্গত একটা সামান্য সীসাখাল (নদীতে ভাঁটা প্রযুক্ত অত্যন্ত জল থাকায় সচরাচর সকলেই হাঁটিয়া পার হইয়া থাকে) তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি নামিয়া পার হইতেছিল; হঠাত কোন দিক্ হইতে একটা কুম্ভীর আসিয়া উহার দক্ষিণ পদের জানুর মাংসপেশী কামড়াইয়া ধরিল। তখন আহত ব্যক্তি জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভীরের পৃষ্ঠোপরি উড়ু হইয়া পড়িয়া হস্তের দ্বারা তাহার দুইটী চক্ষু টিপিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীতকার করিতে লাগিল। উহার চীতকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া দূরতাবশতঃ তথায় রক্ষী লোকদিগের আসিতে অধিক বিলম্ব হওয়াতে কুম্ভীরঅন্ধতা ও ভাঁটার জলের হ্রাস নিবন্ধন ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া কিছুক্ষণ টানাটানি করিয়া পরিত্যাগ করত কতদূর চলিয়া গেল। তখন আহত ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টায় এক পায়ে ভর দিয়া হিঁছাড়াহিঁছড়ি করিয়া তীরে উঠিবা মাত্র কুম্ভীরটাও পুনর্বার সেই স্থানে আসিয়া তীরে উঠিয়া আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে সেই সময় তথায় রক্ষী সকল আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সকলে উহাকে কুম্ভীরের হস্ত হইতে রক্ষা করিল। যেরূপ দংশন করিয়াছে, তাহাতে রীতিমত চিকিতসা না করিলে রক্ষা পাওয়া দুস্কর।

—কৃষ্টনগরের ১০। ১১ বতসর বয়স্ক একটী বালকের ডেঙ্গুজ্বর হওয়াতে তাহার সর্ব শরীরে হাম হইয়াছিল। জ্বর আরোগ্য হইলে উক্ত বালকটী এক দিবস রজনীযোগে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতেছে, হঠাত তাহার বাম চক্ষুটীর মণি ফাটিয়া যায়। পর দিন উক্ত বালকটীকে ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলে ডাক্তার বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, সুস্থ হইবার আশা নাই, অন্ধ হইবে। বালকটী অদ্যাপি জীবিত আছে,,

—একখানি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় একজন রেলওয়ে কর্মচারির ভয়ানক চরিত্রের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। একজন প্রধান মুসলমান, স্ত্রী—শকটে করিয়া তাঁহার পরিবার লইয়া যাইতে ছিলেন। আলাহাবাদ ফৈসনে পৌঁছিলে একজন ইউরোপীয় টিকট কলেক্টর শকটের নিকটবর্ত্তী আসিয়া উহার মধ্যস্থিত স্ত্রীলোকদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে চাহে। মুসলমান ভদ্র লোকটি তাহাতে আপত্তি করাতে উক্ত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক শকটের দুয়ার ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করে এবং যদি পুলিশ ইনস্পেক্টর আসিয়া বাধা না দিতেন তবে শকটের মধ্যে প্রবেশ করিত। এই সমুদায় নরাকার পশুদের জন্যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের এত দুর্নাম।

—ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামাল পুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ ডন সাহেবের বিরুদ্ধে আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি। পত্র খানি অত্যন্ত গ্লানি সুচক বলিয়া আমরা উহা প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, তাহার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে যেন অনুসন্ধান করা হয়।

—গত সোমবারে আলীপুরে একজন মুক্তিয়ার কোর্ট ফিস ষ্টাম্প জাল করিয়াছে বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

—গত বৎসর আমেরিকার খৃষ্টান মিসনারীরা ঊন ত্রিংশ লক্ষ টাকা ও বিটেনের মিসনারীরা সাড়ে আশী লক্ষ টাকা ধর্ম্ম প্রচারার্থে ব্যয় করিয়াছেন।

—সম্প্রতি এক জন মুসমান মৌলবী ছাহেব দুটি হিন্দু বালককে এইরূপে মুসলমান করিয়াছেন। বাবু রাজ কৃষ্ণ নামক জনেক ডেপুটি কালেক্টরের দুটি ভ্রাতষ্পুত্র একজন মৌলবীর নিকট উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। মৌলবী ছাহেব ইহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে উপদেশ দিয়া এইরূপ তৈয়ার করিয়া তুলেন যে এক দিন রাত্রে তাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে ও একটি মসজিদে গিয়া কলমা পাঠ করে। এই বালক দ্বয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসরের বেশী হইবে না। ছেলে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ছাহেবের নামে এক নালীশ রুজু করিয়াছেন এবং এই উৎসাহী ধর্ম্ম যাজককে আপাতত গারদে দেওয়া হইয়াছে।

—মুঙ্গিরে অত্যন্ত ব্যাঙ্গের উৎপাত হইয়াছে। এমন কি ঘরে, বাহিরে, মাঠে, ঘাটে, যেখানে যাও সেই খানেই ব্যাঙ্গের ডাক শোন। এক ব্যক্তি ইহা নিপাতের একটী সুন্দর উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। একটি কলসির ভিতর ব্যাঙ বোঝাই করিয়া কাগজ দিয়া উহার মুখ বদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয় ও উহা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কোন গাছে কি শক্ত জিনিসে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া ভেকদিগকে নির্ম্মুল করে। এই রূপে বিস্তর ব্যাঙ্গ মুঙ্গের হইতে চালান করা হইয়াছে।

—বাবু রামনারায়ণ মিত্র ও আনন্দরাম বড়ুয়া বারিষ্টার রূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

—প্রিবিকাউন্সেলে হাইকোর্টের আর একটি রায় রদ হইয়াছে। এ মকদ্দমায় বাদী রামকুমার কুণ্ডু ও প্রতি বাদি এম কুইন।

বিজ্ঞাপন।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়া পাউডর নামক দাদের এক অত্যাশ্চার্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গোয়া পাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিলে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ শিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ

নং ১৫ গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

বিজ্ঞাপন।

"আশা মরিচিকা,,

অভিনব গদ্য কাব্য

কলিকাতা আম হাষ্ট ষ্টীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে॥ মুল্য; ডাক মাশুল সমেত ১৵।

ভারতবর্ষীয় চুক্তির (১৮৭২ সালের ৯) আইন নানা ইংরাজী পুস্তকোদ্ধৃত প্রয়োজনীয় বিষয় ও উচ্চতম আদালতের নজীর সম্বলিত॥ মুল্য স্বাক্ষর করীগণের প্রতি (ডাক মাশুল ব্যতীত) ৩ টাকা॥ নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ
বিরিশাল স্কুল।

নানা রহস্য সংযুক্ত "ভ্রান্তি রহস নাটক" মুল্য এক টাকা, ডাক মাশুল /০ আনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে "আমার গুপ্ত কথার" পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রী বেণী মাধব ঘোষস্য

রস সাগরের জীবন চরিত ও শ্লোক সমুদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য। মাসুল শ্যামাধব রায়
কৃষ্ণনগর

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।
বাৎসরিক মুল্য ২৷৵।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রায়ার্থ হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
নীলাবতী নাটক	১৷৷০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১৲
সধবার একাদশী প্রহসন	১৲
বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১৲
দ্বাদশ কবিতা	৷৷০

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। রোজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুম্‌দারের গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়াযায়। মুল্য৸০ ডাক মাসুল ৵। (২৬)

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

পাবনা মেডিকাল্ হাল।

নিম্ন লিখিত ঔষধাদি এখানে সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মর ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক ব্যক্তি ধাতু দৌর্ব্বল্যের জন্য সর্চ্চদা মন ক্লেশে কাল যাপন করেন এবং কোন প্রকার চিকিৎসায় কালপ্রাপ্ত নাহইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া শুক্রমেহ অতিশয় শুক্রব্যয় ও অন্যবিধ অহিতাচরণ প্রযুক্তই ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়। শুক্র পাতলা হয়। এবং ধারণ শক্তি হ্রাস হয়। ও মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে। ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধি এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, স্ফূর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে। যাঁহারা এই ঔষধি গ্রহনইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন। এবং ঔষধির মুল্য ও ডাক মাশুল জন্য প্রথমতঃ ৫ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম ধাম ইত্যাদি প্রকাশ হইবার আশংকা নাই।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারার [অর্থাৎ যাহা দ্বারা অল্প বয়স্ক ব্যক্তির দিগের শুল্ককেশ পূনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

মুল্য ডাকমাশুল ইত্যাদি সহিত	প্রতিশিশি	১।৵
ঐ—	ব্যতিত	১

হিমসাগর তৈল [বা যু প্রধান ধাতু যুক্ত ব্যক্তির প্রতি অতি উপকারী] মুল্য প্রতিশিশি ১
ঐ ডাক মাশুল সহিত ১।৵০

শ্রীযুত হরি চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফর।

(অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পুরের আরক) (ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থার একমাত্র মহৌষধি।) এই মহৌষধি পাবনা মেডিকালহলের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার তালিকা অনুসারে প্রস্তুত হয়। মাত্রা ১ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

পীড়ার গুরুত্ব ও রোগীর বয়ক্রম বিবেচনা করিয়া মাত্রার পরিমাণ করিতে হইবে। রোগীর ৬ মাস হইতে ১ বৎসর বয়ঃক্রম র্য্যন্ত মাত্রার নিয়ম।

১বিন্দু—১ বৎসর		১ হৈতে ২ বিন্দু	
৩	৫	৩	৫
৫	১০	৫	৭
১০	১৫	৮	১২
১৫	২৪ বা ততোধিক	১২	২০

সাধারণ মাত্রা ১৮ বৎসর বা ততধিক বয়ঃ ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা দশ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত মিছরি, চিনি বা জলের সহিত মিসাইয়া সেবন করিতে হইবে, মুল্য আদ ঔনস শিশি ৸০ আনা

১	১ একটাক
২	১০টা

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয় কাশ সকল প্রকার উপদংশ ব্যাধি গলগণ্ড এবং প্রাচীন অর্শ মধু মেহ, বহুমূত্র রোগ ইত্যাদি উৎকট রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এখান প্রস্তুত আছে।

ঔষধের মুল্য জন্য যাঁহারা পোষ্টের ইষ্টাম্প পাঠাইবেন। তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মুল্যর ইষ্টাম্প পাঠান।

সংগীতসমালচণা

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ লিখিত থাকিবে। গীত সেতারা, মৃদঙ্গ এসাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন মুল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

মনোরমা নাটক।

সামাজিক বিষয়ক।

শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত

মূল্য১ টাকা

বাল্মীকি যন্ত্রে ও সংস্কৃত ডিপজটরিতে পাওয়া যায়।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলে নিমিত্ত
বার্ষিক	৬৷৷০	৮
ষাণ্মাষিক	৩৷৷০	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮৷৷০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পাত্রিকার মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত টাকায় অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়